দর্শনা পৌর বিশেষ শিক্ষা প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে চুরি

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা পৌর বিশেষ শিক্ষা প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে বার বার চুরি ঘটনা ঘটছে। বার বার বিদ্যালয়ে চুরি হওয়ায় দিশেহারা হয়ে পড়ছে কতৃপক্ষ। ২০১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত পৌর বিশেষ শিক্ষা প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় ২৫ জন কর্মকর্তা কর্মচারী এবং ১৮০ জন প্রতিবন্ধী ছাত্র ছাত্রী নিয়ে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টি।

গতকাল ২১ সেপ্টেম্বর শনিবার রাতে অবশেষে সাইন বোর্ডটি চোরেরা লোহার এংঙ্গেল কেটে নিয়ে গেছে। ২০২২ সাল থেকে এ বিদ্যালয়ের তিনটি টিউবওয়েল প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের থেরাপি চিকিৎসা যন্ত্রপাতি এবং তিনটি হুইল চেয়ার চোরেরা চুরি করে নিয়ে যায়। এতে প্রায় তিন লক্ষাধিক টাকার মালামাল চুরি হয়ে গেছে বলে প্রতিবন্ধী স্কুলের প্রধান শিক্ষক শিরিনা আক্তার জানান। বার বার বিশেষ শিক্ষা প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে চুরির ঘটনায় দিশেহারা হয়ে পড়েছে।

প্রধান শিক্ষক শিরিন আক্তার জানান আমরা ১৪ জন শিক্ষক বিনা বেতনে প্রতিবন্দী ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছি। আমরা নিজের টাকা দিয়ে প্রতিবন্ধী স্কুলটি টিকিয়ে রেখে সেবা দিয়ে যাচ্ছি। বার বার এ রকম ভাবে চুরি হলে আমাদের পক্ষে প্রতিবন্ধী স্কুলটি টিকিয়ে রাখা সম্বব হবে না। তাই প্রশাসনের সু দৃষ্টি কামনা করছে বিদ্যালয় কতৃপক্ষ।

আলমডাঙ্গায় বিট পুলিশিং সভায় নবাগত পুলিশ সুপার গোলাম মওলা

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের উদ্যেগে বিট পুলিশিং সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার বিকেল ৫ টার দিকে আলমডাঙ্গা থানা প্রাঙ্গণে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গার নবাগত পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মওলা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মওলা বলেন, বিট পুলিশিং সভায় উপস্থিত জনসাধারণ পুলিশের প্রতি প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। গত ৫ আগস্ট গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ভয়াবহ অবস্থার তুলনায় চুয়াডাঙ্গা জেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক থাকায় জেলাবাসীকে ধন্যবাদ জানান।

পুলিশ সুপার গোলাম মওলা জেলায় সকল পুলিশ সদস্যকে জনগণের সেবক হওয়ার প্রত্যয় নিয়ে জনবান্ধন পুলিশিং, চোরাচালান ও মাদকমুক্ত সমাজ বিনির্মান, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং অপরাধ নিয়ন্ত্রণে সকল পুলিশ সদস্যকে সম্পৃক্ত থাকার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। সবাইকে অর্পিত দায়িত্ব সততা, নিষ্ঠা ও সর্বোচ্চ পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালনের আহবান জানান। পরিশেষে, জেলার সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে চুয়াডাঙ্গার সম্মানিত নাগরিকদের প্রতি উদাত্ত আহবান জানান।

বিট পুলিশিং সভায় আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ গণি মিয়ার সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের সদর সার্কেল আনিসুজ্জামান লালন।

উক্ত মতবিনিময় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন, আলমডাঙ্গা উপজেলার বিএনপির সাবেক সভাপতি শহিদুল কাউনাইন টিলু, সিনিয়র সহ-সভাপতি আক্তারুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম রোকন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসিরুল ইসলাম সেলিম, চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতের আমীর ও আইনজীবী মো. রুহুল আমিন, শফিউজ্জামান বকুল, পৌর বিএনপির সদস্য সচিব সাইফুদ্দিন আলম কনক, আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির সভাপতি আরেফিন মিয়া মিলন, সাধারণ সম্পাদক খন্দকার আব্দুল্লাহ আল মামুন প্রমূখ।

দামুড়হুদা পেট্রোল পাম্পে পাওনাদারদের অবস্থান;

সেনাবাহিনী ও পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত

দামুড়হুদায় সেনাবাহিনী ও পুলিশের হস্তক্ষেপে দীর্ঘ ২ বছরেরও বেশী সময়ের সমস্যা নিরসন করা হয়েছে। ভুক্তভোগীদের অভিযোগ পেয়ে আজ শুক্রবার দুপুর ৩টার দিকে সেনাবাহিনীর একটি দল ও দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবির এর মধ্যস্থতাই সমস্যার সমাধান হয়।

জানাগেছে, দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে দামুড়হুদা উপজেলা সদরের দশমী পাড়ার আনসার আলীর ছেলে সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ শরিফুল আলম, আব্দুল মান্নান এর ছেলে মোঃ সেলিম উদ্দিন, আবুল হোসেন এর ছেলে মোঃ মজিবর রহমান এবং ঝিনাইদাহ জেলার শৈলকূপা থানা অন্তর্গত সমিরুদ্দিন বিশ্বাস এর ছেলে মোঃ আব্দুল খালেক দামুড়হুদা ফিলিং স্টেশনের স্বত্বাধিকারী মোঃ শাহজাহান আলীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে এই মর্মে যে, দামুড়হুদা ফিলিং স্টেশনটি শরিফুল আলম লিজ নেয়। কিন্তু শরিফুল আলম এ ব্যবসা না বোঝার কারনে শাহজাহান বলে আমি ব্যবসা করে দিচ্ছি, তোমরা মুলধন দিয়ে ব্যবসা চালু করে দাও। সে মোতাবেক ভুক্তভোগী চারজনের কাছ থেকে বিভিন্ন কৌশলে পাম্প মালিক শাহজাহান প্রায় দেড় কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়। প্রাপ্ত টাকার পরিমান শরিফুল আলম ৬০ লক্ষ, আব্দুল খালেক ২৯ লক্ষ, সেলিম উদ্দিন দামুড়হুদা ফিলিং স্টেশনের জমির অর্ধেক অংশের মালিক, মজিবর রহমান ৪৫ লক্ষ। এতো টাকা ইনভেস্ট করে ব্যবসা ভালোই চলে কিন্তু শাহজাহান ব্যবসার কোন লভ্যাংশ কাউকে দেয়না। এক শাহজাহান এর কারনে চার জনই আর্থিক সমস্যায় পড়েন। এক পর্যায়ে পাওনাদাররা টাকা ফেরত চাইলে শাহজাহান বিভিন্ন ভাবে ঘোরাতে থাকে।

পাওনাদার তাদের টাকা দেয়ার জন্য আজ শুক্রবার সকাল থেকে পাম্পের অবস্থান নেয়। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি হওয়ার আসংখ্যা হতে পারে। এমন সংবাদ পেয়ে সেখানে দামুড়হুদা থানা পুলিশ ও সেনাবাহিনী উপস্থিত হয়। পরে উভয় পক্ষের অভিযোগ পর্যালোচনা করে আগামী ৩১ অক্টোবর উল্লেখিত টাকা পরিশোধ করার অঙ্গীকার করে লিখিত দেয় পাম্প মালিক শাহজাহান। অন্যথায় শাহাজাহান তার দামুড়হুদা ফিলিং স্টেশন (তেল পাম্প) মোঃ শরিফুল আলম কে দিয়ে দেবে মর্মে অঙ্গিকার করে রেহায় পায়।

দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সহসভাপতি-সম্পাদক কে বন্ধু মহলের শুভেচ্ছা

ঐতিহ্যবাহী দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের নবনির্বাচিত কমিটির সহসভাপতি মিরাজুল ইসলাম মিরাজ ও সাধারণ সম্পাদক মুরশেদ বীর ফয়সাল (তানজির) কে বন্ধুদের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচছা জানিয়েছেন বন্ধু মহল।

আজ শুক্রবার বিকেল আনুমানিক ৫টার দিকে দামুড়হুদার শিবনগর ডিসি ইকো পার্কে আনুষ্ঠানিক ভাবে ফুলেল শুভেচছা দেয়া হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার মো:ইমরান হোসেন, ইঞ্জিনিয়ার আক্তার হোসেন, দৈনিক জনতার ইশতেহার প্রত্রিকার সম্পাদক-প্রকাশক মো:আবু হানিফ, ঠিকাদার শাকিল হোসেন, আল জার্জিস, রুবেল প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় ড্রাগন বাগানের বৈদ্যুতিক ফাঁদে আটকে কৃষকের প্রাণহানি

আলমডাঙ্গা উপজেলায় এক ড্রাগন চাষী চুরি ও পশুপাখি ঠেকাতে পাতা বৈদ্যুতিক ফাঁদে আটকা পড়ে শেখ আব্দুল হালিম (৫০) নামে এক কৃষক মারা গেছেন। আজ শুক্রবার সকাল ১০ টার দিকে উপজেলার খাদেমপুর ইউনিয়নের মাজহাট এলাকার বাইলে মাঠ থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহত শেখ আব্দুল হালিম ওই এলাকার মৃত শেখ মহিউদ্দীনের ছেলে। এ ঘটনায় নিহতের পরিবারের পক্ষে থেকে থানায় হত্যা মামলা দায়ের করা প্রস্তুতি চলছিল। ঘটনায় পর থেকেই ড্রাগন চাষী শাজাহান হোসেন

মিরা পলাতক রয়েছেন।

স্থানীয়রা জানান, গত ৪ বছর আগে মাজহাট গ্রামের বাইলে পাড়া মাঠে ড্রাগন চাষ করেন একই এলাকার শাজাহান হোসেন মিরা। চুরি ও পশুপাখি রোধে বাগানের চারিপাশে বৈদ্যুতিক তার বিছিয়ে রাখেন। আজ শুক্রবার সকালে নিহত শেখ আব্দুল হালিমসহ আরও দুজন প্রতিবেশী জিল্লুর রহমানের কলা বাগানে কাজ করতে যান। সকাল ১০টার দিকে হালিম পানি খাওয়ার জন্য ড্রাগন বাগানে যায়। এসময় ছিটিয়ে রাখা বৈদ্যুতিক তারে জড়িয়ে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান।

এদিকে কৃষক আব্দুল হালিমের মৃত্যুর ঘটনায় ড্রাগন চাষী শাজাহান হোসেন মিরার বিরুদ্ধে শাস্তির দাবি তুলেছে এলাকাবাসী।

আব্দুল জব্বার নামের এক কৃষক জানান, কয়েক মাস আগে চুরি ও পশুপাখি রোধে বাগানের চারিদিকে বৈদ্যুতিক তার ছিটিয়ে রেখেছে। সার্বক্ষণিক ওই তারে বিদ্যুৎ থাকে। ড্রাগন মালিক কোন প্রচার কিংবা ব্যানার ফেস্টুন না লাগিয়ে মানুষ মারার ফাঁদ তৈরি করেছে।

আলমডাঙ্গা থানার (ওসি) শেখ গণি মিয়া জানান, আজ শুক্রবার দুপুরে ঘটনাস্থল থেকে নিহত কৃষকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এঘটনায় তদন্ত চলছে। আইনগত বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সংক্ষিপ্ত সিলেবাস চেয়ে চুয়াডাঙ্গায় মানববন্ধন ও সড়ক অবরোধ শিক্ষার্থীদের

সংক্ষিপ্ত সিলেবাস চেয়ে চুয়াডাঙ্গায় মানববন্ধন ও সড়ক অবরোধ করেছে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়সহ বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা চুয়াডাঙ্গা শহরের প্রাণকেন্দ্র শহীদ হাসান চত্বরে এই কর্মসূচি পালন করে। এরপর কিছু সময়ের জন্য তারা

সড়ক অবরোধ করে। এতে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

পরিস্থিতি বিবেচনায় ঘটনাস্থলে আসেন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নাজিবুল আলম ও সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এস. এম. আশিস মোমতাজ। তারা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন।

শিক্ষার্থীরা আশ্বাস পেয়ে কর্মসূচি থেকে বিরত থাকে। এ সময় মানববন্ধনে শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাসান শাহরিয়ার অপূর্ব, হাসিবুর রহমান রাহাত, সাকিউল ইসলাম প্লাবন, এনজামুল তাহমিদ আলভি, ফাতেমাতুজ জোহরা হাবিবা, ওয়ালিদ হোসেনসহ প্রায় শতাধিক শিক্ষার্থী এতে অংশ নেয়।

দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের নবনির্বাচিত সভাপতিকে ফুলেল শুভেচ্ছা

এস এসসি ৯২ ব্যাচের পক্ষ থেকে ৯২ ব্যাচের বন্ধু দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের নবনির্বাচিত সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশকে ফুলেল শুভেচ্ছা দিয়েছেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকাল ৫ টার দিকে দামুড়হুদা পাইলট গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের হলরুমে এ শুভেচছা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন এস এসসি ৯২ ব্যাচ দামুড়হুদা উপজেলার সভাপতি নাসির উদ্দিন, সিনিয়র সহ-সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশ, সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল হালিম ভুট্টু, সহ-সভাপতি ইনামুল করিম শাহ ইনু, সাইফুল ইসলাম মজিবার হালসোনা জাহাঙ্গীর হোসেন লিটন তাহাজ উদ্দিন তাজু,আব্দুল মমিন, একরামুল হক মেম্বার।

সাধারণ সম্পাদক আল হেলাল রাজা, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক মাহফুজুর রহমান বেল্টু, যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক, আলাউল হক, আসাদুর রহমান বাদশা, আব্দুর রশিদ, আব্দুল গাফফার শক্তি, আসলাম উদ্দীন, ইকবল

হোসেন, একরামুল হক লিটন, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল খালেক, অর্থ ও দপ্তর বিষয়ক সম্পাদক একরামুল হক।

দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের নবনির্বাচিত সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশ এস এসসি ৯২ ব্যাচের সকল বন্ধুকে ধন্যবাদ জানান এবং বন্ধুত্বের বন্ধন আরো অটুট করার আহ্বান জানান।

চুয়াডাঙ্গায় শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে উদ্ধার জখম মানসিক ভারসাম্যহীন রোগীর অবস্থার উন্নতি

চুয়াডাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশনে সাকিব বিশ্বাস নামে এক কলেজ শিক্ষার্থী ব্যক্তিগত কাজে আসেন। এ সময় স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে গুরুতর জখম অবস্থায় এক প্রতিবন্ধী মানসিক ভারসাম্যহীন নারীকে পড়ে থাকতে দেখেন এই শিক্ষার্থী।

কৌতুহলবশত ওই নারীর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেন তিনি। ওই নারী মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন বলে বুঝতে পারেন। পরে তার শরীরে গুরুতর জখম দেখতে পায়। সেই ক্ষতস্থানে পোকায় বাসা বেধেছে। এ সব দেখে ওই শিক্ষার্থী দ্রুত তার সহকর্মী ও সিনিয়রদের বিষয়টি অবগত করেন। তাৎক্ষণিকভাবে শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে চুয়াডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মীদের সহযোগিতায় ওই নারীকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে রোগীটির চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের মহিলা সার্জারী ওয়ার্ডে তার চিকিৎসা চলমান রয়েছে। বর্তমানে শিক্ষার্থী এবং বিভিন্ন মহলের সহযোগিতায় চিকিৎসা সেবা চলমান আছে। রোগীটির অবস্থার উন্নতি হয়েছে বলে জানান শিক্ষার্থী সাকিব বিশ্বাস।

চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে অধ্যায়নরত সাকিব বিশ্বাস বলেন, স্টেশনে আমরা একজন বৃদ্ধাকে অসুস্থ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখি। তার কাছে

যেয়ে দেখি ডান পায়ের এক অংশ ইনজুরি এবং ক্ষত সৃষ্টি করে পোকা বাসা বেধেছে। আমরা চুয়াডাঙ্গা সাধারণ শিক্ষার্থী মিলে সিধান্ত নিই তার চিকিৎসা সেবা দেওয়া প্রয়োজন যোগাযোগ করে ফায়ার সার্ভিসের সহযোগিতায় এ্যাম্বুলেন্সে হাসপাতালে নিয়ে আসি।

এসএসসি ৯২ ব্যাচ দামুড়হুদা উপজেলা দ্বিবার্ষিক কমিটি গঠন

এসো বন্ধু স্মৃতির টানে মিলি আমরা প্রানের বন্ধনে এই স্লোগানকে সামনে রেখে এসএসসি ৯২ ব্যাচ দামুড়হুদা উপজেলা দ্বী বার্ষিক কমিটি গঠন করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বিকাল পাঁচটার দিকে দামুড়হুদা পাইলট গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ হলরুমে এ কমিটি গঠন করা হয়।

এসএসসি ৯২ ব্যাচের দামুড়হুদা উপজেলা আহবায়ক কমিটির সভাপতি নাসির উদ্দিনের সভাপতিত্বে উপজেলা১৬ টি উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সকলেই একত্রিত হয়ে ৫১ সদস্যর আংশিক এই কমিটি গঠন করা হয়।

সভাপতি নাসির উদ্দিন, সিনিয়র সহ-সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশ, সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল হালিম ভুট্টু, সহ-সভাপতি ইনামুল করিম শাহ ইনু, সাইফুল ইসলাম মজিবার হালসোনা জাহাঙ্গীর হোসেন লিটন তাহাজ উদ্দিন তাজু, আব্দুল মমিন, আসাদুর রহমান বাদশা।

সাধারণ সম্পাদক আল হেলাল রাজা, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক মাহফুজুর রহমান বেল্টু, যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক, আলাউল হক, আব্দুর রশিদ, আব্দুল গাফফার শক্তি, আসলাম উদ্দীন, ইকবল হোসেন, একরামুল হক লিটন, অর্থ ও দপ্তর বিষয়ক সম্পাদক একরামুল হক, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল খালেক। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন আল হেলাল রাজা।

আলমডাঙ্গায় ভোক্তা অভিযানে তিন প্রতিষ্ঠানে ৩৭ হাজার টাকা জরিমানা

আলমডাঙ্গার আসমানখালি বাজারে মেসার্স বাবুল ডেন্টাল কেয়ারে অভিযান চালিয়েছে জেলা ভোক্তা অধিদফতর। এ সময় ভুয়া চিকিৎসক বাবুল রহমানকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। সিলগালা করা হয় মেসার্স বাবুল ডেন্টাল কেয়ার নামে ওই প্রতিষ্ঠানটি।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার গাংনী ইউনিয়ন আসমানখালি বাজার এলাকায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে অভিযান চালান চুয়াডাঙ্গা ভোক্তা অধিদফতরের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে ভুয়া নাম-পরিচয়ে ডেন্টাল সার্জন সেজে বাবুল রহমান রোগীদের চিকিৎসা করছিল। তার বিডিএস ডিগ্রি নেই। প্রেসক্রিপশনে ডেন্টাল সার্জন লিখলেও তার কোনো মাধ্যমিক সার্টিফিকেটও দেখাতে পারেননি। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে এসব অপকর্মের কথা স্বীকার করেন। প্যাডে যে রেজিস্ট্রেশন নম্বর ব্যবহার করেছেন সেটিও ভুয়া। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত তাকে ১০ হাজার টাকা জরিমানাসহ প্রতিষ্ঠানটি সিলগালা করে।

সজল আহম্মেদ বলেন, গত কয়েক বছর আগে গ্রামঞ্চলে তিনি দাঁতের মাজন বিক্রি করতেন। সেখান থেকে তিনি তার সহযোগী রোকনুজ্জামান ঘের”র সহযোগীতায় দাঁতের ডেন্টাল কেয়ার খুঁলে রোগীদের সাথে প্রতারণা করে আসছে। মেসার্স বাবুল ডেন্টাল কেয়ারের মালিক চিকিৎসক পরিচয়দানকারী বাবুল রহমানের কাছে দাঁতের চিকিৎসা সেবা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখতে চাওয়া হয়। বাবুল সনদ দেখাতে ব্যর্থ হয়। যা সম্পূর্ণভাবে মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করা হচ্ছে। পরে তাকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একইসঙ্গে মেসার্স বাবুল ডেন্টাল কেয়ার সিলগালার আদেশ দেওয়া হয়।

এছাড়া একই দিন দুপুরে জেলা ভোক্তা অধিদফতর অভিযান চালায় সার-কীটনাশক, সবজি, ডিম, মুদি দোকানসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন পণ্যের প্রতিষ্ঠানে তদারকি করেন। এসময় মেসার্স নিজামুল এন্ড ব্রাদার্স নামক সার-কীটনাশকের দোকানে সরকার নির্ধারিত মূল্যের

অতিরিক্ত দামে সার বিক্রয় ও সার ক্রয় বিক্রয়ের ভাউচার দেখাতে না পারার অপরাধে প্রতিষ্ঠানের মালিক মো: নিজামুল হায়দারকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এছাড়াও মেসার্স মজিবার স্টোরের মালিক মো: মহিবুল ইসলামকে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যতালিকা প্রদর্শন না করা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্যপণ্য সংরক্ষণ ও নিম্নমানের মেয়াদ বিহীন শিশুখাদ্য বিক্রয়ের অপরাধে তাকে ৭ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।